তটরেখা

PDO-ICZMP বুলেটিন সংখ্যা - ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পানি সম্পদ মন্ত্রীর প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস পরিদর্শন

পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডঃ মোঃ ওমর ফারুক খান গত ৪ আগস্ট ২০০৪ সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ICZMP) প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস (PDO) পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ও PDO-এর কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের অবহিত করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব হোসাইন শহীদ মোজাদ্দাদ ফারুক। মন্ত্রী এই প্রকল্পের কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্যে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচী প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেন।

ভূমি ব্যবহার জোনিং

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমির রূপরেখা, এর জীব-বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে গঠিত। এ অঞ্চলের ভূমির বহুমাত্রিক ব্যবহার একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতার সৃষ্টি করছে, অন্য দিকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরও জন্ম দিয়েছে। ভূমি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবহারবিধির অপরিহার্যতা সকলেই উপলব্ধি করে আসছেন। এর প্রেক্ষিতে PDO-ICZMP উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি জোনিং এর উপর একটি প্রাথমিক সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উপলক্ষে একটি কারিগরি আলোচনা গত ২ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ভূমি মন্ত্রণালয়, মৎস্য বিভাগ, পরিবেশ বিভাগ, বন বিভাগ, বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশন, বিসিক লবণ প্রকল্প, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, সিইজিআইএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিডিএসপি এবং পিডিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মোট দশটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

পরে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর উপর একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাবিত উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার জোনিং সমীক্ষাটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং এ ব্যাপারে সংশিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কারিগরী সহায়তা দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশ জনের একটি Technical Support Group গঠিত হয়। গ্রুপের প্রথম সভা গত ১৮ আগস্ট পিডিও সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ICZMP) প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটির সপ্তম সভা গত ১০ জুলাই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী। সভায় খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতি অনুমোদন করা হয় এবং তা আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় দ্বি-বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০০৪-০৫) এবং ২০০৪ সালের সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়।

টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

আইসিজেডএমপি প্রকল্পের নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভা গত ২৭ জুন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। টাস্ক ফোর্সের প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশল তৈরীর একটি কর্মসূচীও সভায় অনুমোদিত হয়। কর্মসূচী অনুযায়ী জুন ২০০৫ এর মধ্যে কৌশলপত্রের খসড়া তৈরীর কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়।

জীবিকায়ন সংক্রান্ত পুর্নগঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভা গত ২৮ জুন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন টাস্ক ফোর্সের প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ হাবিব উলাহ মজুমদার। সভায় স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সময়মতো শুরু ও শেষ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং টাস্ক ফোর্স সদস্যদের সুবিধা অনুযায়ী অন্তত একটি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়।

নলেজ বেইজ সংক্রান্ত পুনর্গঠিত টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ১ জুলাই। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন টাস্ক ফোর্সের প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ হাবিব উলাহ মজুমদার। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন টাস্ক ফোর্সের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প ধারণাপত্র

গত ২৪ জুন ২০০৪ পিডিও কার্যালয়ে 'সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম' এর উপর একটি প্রকল্প ধারণা পত্র তৈরির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য বিভাগ, মেরিন মার্কেন্টাইল বিভাগ, ইসিএফসি প্রকল্প, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও পিডিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পরে একটি সাত সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ২৮ জুলাই চট্টগ্রামে একটি সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রণয়নের কাজ শুরু করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মশালা

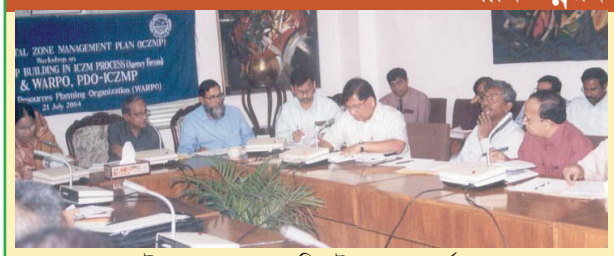

গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আইসিজেডএম প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্বের বিকাশ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পিডিও-আইসিজেডএমপি যৌথভাবে এর আয়োজন করে। কর্মশালায় আইসিজেডএমপি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক ও ওয়ারপো'র মহাপরিচালক জনাব হোসাইন শহীদ মোজাদ্দাদ ফারুক। উপকূলীয় অঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান। পাউবো'র মহাপরিচালক জনাব মুখলেসুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় পাউবো, ওয়ারপো ও পিডিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কোস্ট গার্ড, বন বিভাগ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পিডিও প্রতিনিধিদলের উপকূল এলাকা সফর

পিডিও-আইসিজেডএমপি'র একটি প্রতিনিধিদল গত ১০-১৪ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চল পরিদর্শন করেন। প্রথম দিন দলটি চাঁদপুরে নদী ভাঙন ও শহররক্ষা বাঁধের কিছু অংশ দেখেন এবং পাউবো'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সিরাজুল ইসলামের সাথে মতবিনিময় করেন। পরদিন ১১ আগস্ট দলটি নোয়াখালির সিডিএসপি'র কর্ম এলাকার কিছু অংশ দেখেন। তারা বয়ারচরে বসতি স্থাপনকারী ভূমিহীনদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং পরে চর মজিদ পোল্ডার পরিদর্শন করেন। ঐ দিন রাতে তারা চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং আইসিজেডএমপি প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট ডঃ নুরুদ্দিন মাহমুদ-এর সাথে এক পূর্বনির্ধারিত সভায় মিলিত হন। সভায় তারা জনকল্যাণে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা ও এর সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

১২ আগস্ট প্রতিনিধিদলটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী ও আইসিজেডএমপি প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট ডঃ শাফাত হোসেন খান-এর সাথে মতবিনিময় করেন। ডঃ খান বন্দরের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেন। ঐদিন বিকেলে দলটি কক্সবাজার পৌঁছে এবং সন্ধ্যায় জেলেদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ইসিএফসি প্রকল্পের দলনেতা ড: দিলীপ কুমারের সাথে মতবিনিময় করেন। ১৩ আগস্ট প্রতিনিধিদলটি টেকনাফ সফর করে টেকনাফে তারা পাউবো'র চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী জনাব নুরুল আলম তালুকদার-এর সাথে মতবিনিময় করেন। ঐদিন রাতে ইসিএফসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব জাফর আহমদ-এর সাথে কক্সবাজারে তাদের এক অনির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিথি কলাম

বয়ারচরে সিডিএসপি কার্যক্রম

সিডিএসপি-২ ২০০২ সালে বয়ারচরে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৫ সাল থেকে মূল কার্যক্রম আরম্ভ হবে, যার বাস্তবায়ন ২০০৯ সালের মধ্যে শেষ হবে। সিডিএসপি-২ বয়ারচরে ভূমি বন্দোবস্তের লক্ষ্যে পট-টু-পট জরিপ সম্পন্ন করেছে। ভূমি বন্দোবস্ত বয়ারচরের জনগণের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যক্রমের শুরুতেই সিডিএসপি-২ তথ্য অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়াবলী সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও মতবিনিময় করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে ৮টি সাব-পোল্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১টি নির্মাণাধীন আছে। ৮ কিঃমিঃ মাটির রাস্তা তৈরীসহ ৬টি টেস্ট টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

জনগণের চাহিদা মোতাবেক সাব-পোল্ডার কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২২.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ, ৭.৫০ কিঃমিঃ গাইড বাঁধ, ৬টি সুইস, ৩৮ কিঃমিঃ খাল, ২টি ক্রসবাঁধ, ১৫ কিঃমিঃ পাকা ও ৫১ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩৭টি ব্রীজ-কালভার্ট, ১টি বাসস্ট্যান্ড, ৫টি কমিউনিটি পুকুর, ১০টি গুচ্ছগ্রাম, ৬০০টি গভীর নলকূপসহ ১১,০০০ সেনিটারী ল্যাট্রিন প্রকল্পের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বন বিভাগের সাহায্যে ব্যাপক সামাজিক বনায়নের কর্মসূচী পরিকল্পনাধীন আছে।

সমস্যা

বয়ারচরে সিডিএসপি-২ এর কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। তবে কিছু সমস্যাও রয়েছে যা সমাধান করা প্রয়োজন। এগুলো নীচে উলেখ করা হলোঃ

ক) সীমানা চিহ্নিতকরণ

বয়ারচর নোয়াখালি ও লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দুই জেলার মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ জরুরী। অন্যথায় ভবিষ্যতে ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম বিলম্বিত হতে পারে।

খ) তিন হাজার পরিবারের পুনর্বাসন

নদীভাঙন বয়ারচরের জন্য এখনও বড় সমস্যা নয়। তবে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ভবিষ্যতে নদীভাঙন একটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাই বেড়ীবাঁধ নিরাপদ দূরত্বে করা হচ্ছে বলে প্রায় তিন হাজার পরিবার বাঁধের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই পরিবারগুলি বাস করবে জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির মধ্যে। তাই বাঁধের ভেতরে বা বাইরে এদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি সমীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে।

গ) চিংড়ি প্রকল্প

বয়ারচরের নিকটবর্তী কয়েকটি চরকে চিংড়ি মহলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও সিডিএসপি-২ এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত বয়ারচরকে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে চিংড়ি মহলের প্রভাবে জমির ব্যবহারের ধরন বদলে যেতে পারে, যার ফলে নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে ও পরিবেশের উপরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

জয়নাল আবেদীন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন উপদেষ্টা
মাকছুদুর রহমান, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর
সিডিএসপি-২, নোয়াখালি

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণের ফলে উপকূলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যয়ের মুখে। বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে থাকা এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পুরোটা জুড়েই রয়েছে পরিবেশ দূষণের বিস্তৃতি। এর শিকার হচ্ছেন প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ।

সমুদ্র হচ্ছে বিশাল সম্পদের আধার। এই সম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য ছাড়াও উপকূলীয় মানুষের জীবনধারণে সাহায্য করে। পরিবেশ দূষণের ফলে ধ্বংস হচ্ছে মাছসহ বহু জলজ প্রাণী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

দূষণের কারণ

উপকূল অঞ্চল নদীবাহিত দূষণের শিকার, যা এই অঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও খালের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ে। শিল্প-কারখানার বর্জ্য অপসারণের প্রধান ও একমাত্র স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে যেকোনো ধরনের বহমান জলাশয়। ফলে শিল্প-কারখানা হতে নিঃসৃত বর্জ্য বিভিন্ন খাল ও নদীর মাধ্যমে পড়ছে বঙ্গোপসাগরে।

এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় শহরগুলোর ময়লা-আবর্জনা। শহরগুলোতে লোকবসতি তুলনামূলকভাবে বেশী হলেও পয়ঃনিষ্কাশনসহ অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পরিশোধনের কোন ভালো ব্যবস্থা নেই। চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে ইতিমধ্যে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে পানিতে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে।

সমুদ্র আজ মারাত্মকভাবে তেল দূষণের শিকার। বন্দরে তেলবাহী জাহাজসহ প্রতিবছর প্রায় তিন হাজারেরও বেশী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করছে। এছাড়াও রয়েছে কয়েক হাজার যন্ত্রচালিত ট্রলার ও নৌকা, যা থেকে প্রতিনিয়ত নিঃসৃত হচ্ছে তেল। এছাড়াও চট্টগ্রাম অঞ্চলে রয়েছে জাহাজভাঙা শিল্প। দুর্ঘটনাজনিত কারণেও সাগরের পানিতে তেল ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে আমাদের সমুদ্র সীমানায় বাইরে থেকে এনে বর্জ্য ফেলার ঘটনাও ঘটছে।

শিল্প-কারখানাগুলোর মধ্যে সার, সিমেন্ট, মন্ড ও কাগজ, চামড়া, খাদ্য, ঔষধ, ধাতব, বস্ত্র, শিল্প-রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রোল/ লুব্রিকেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে নিঃসৃত বর্জ্যে হেভী মেটাল পাওয়া যায়, যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরূপ। এই কারণগুলো ছাড়াও রয়েছে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ।

অপরিকল্পিত ও ক্রমবর্ধমান চিংড়ি চাষের ফলেও উপকূলীয় অঞ্চলে পানি দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। চিংড়ি ঘেরে ব্যবহৃত এ্যান্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ পরিবর্তিত হতে থাকে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে।

এছাড়া সমুদ্রের বর্জ্য আসে পর্যটন এলাকা থেকে, যেমন প্লাস্টিক বোতল ও অন্যান্য প্লাস্টিকজাত দ্রব্য। যেহেতু প্লাস্টিক পচনশীল নয়, তাই এর ক্ষতিকর প্রভাব চলবে অনন্তকাল। জাহাজ থেকেও এ ধরনের দ্রব্য সমুদ্রে ফেলা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিদিন এক হাজার থেকে বারোশ' টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দুটো স্থানে জমা করা হয়। একটি হচ্ছে হালিশহরে, যা সমুদ্রের খুবই কাছে এবং তা সরাসরি একটি খালের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরের শিল্প-কারখানা হতে নিঃসৃত বর্জ্যের পরিমাণ খুবই বেশী এবং অধিকাংশ শিল্প-কারখানাতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা নেই। ফলে এসব বর্জ্য সরাসরি বিভিন্ন নদী হয়ে সাগরে এসে পড়ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৭০টি শিল্প-কারখানাকে মারাত্মক দূষণকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কক্সবাজার হতে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের জন্য প্রতি বছর ৬২০ টন ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ হতে প্রতিদিন ১৫ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যা নদীতে ফেলা হয়ে থাকে।

বরিশাল শহরের আবর্জনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল হওয়ার কারণে শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলের পানি দূষিত হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রতিদিন প্রায় ৭০ টন মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার ২০-৩০ শতাংশ সরাসরি কোন খাল, নীচু জমি বা নদীতে এসে পড়ে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমাদের শিল্প-কারখানা হতে নিঃসৃত বর্জ্যের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পরিবেশ অধিদপ্তর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ইটের ভাটায় চিমনীর উচ্চতা নির্ধারণ, শিল্প-কারখানাসমূহে কঠিন ও তরল বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, পাহাড় কাটা বন্ধসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন। এছাড়াও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খুলনা, কক্সবাজার ও বরিশাল শহরে কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ও ময়লা-আবর্জনা শোধনসহ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটনসৃষ্ট দূষণ রোধে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইউএনডিপি শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাহাজভাঙা শিল্প হতে সৃষ্ট দূষণ রোধে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলোতে Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) প্রয়োগ করছে। ফলে দূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু মূল যে সমস্যা, অর্থাৎ শিল্প-কারখানা ও তেল দূষণ, সে বিষয়ে পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২ ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের অনুসরণ একান্তভাবে কাম্য।

আর্সেনিক নিয়ে আলোচনা

গত ৬ই জুলাই ২০০৪, পিডিও-আই.সি.জেড.এম.পি উপকূল অঞ্চলে আর্সেনিক ঝুঁকি প্রতিরোধের উপায় হিসেবে পুকুর সংরক্ষণের উপর একটি বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন করে। বক্তা হিসেবে ছিলেন ব্রতী'র প্রধান নির্বাহী শারমীন মুর্শীদ। এই লেকচার অনুষ্ঠানে ব্রতী'র গবেষণা কার্যক্রমের পদ্ধতি, আর্সেনিকোসিসের অবস্থা, আর্সেনিকোসিস ও দারিদ্রের মধ্যেকার সম্পর্ক, পানি-দারিদ্র্য মোকাবেলায় পুকুর সংরক্ষণ ও কম্যুনিটি/গ্রাম ব্যবস্থাপনার উপর আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিইজিআইএস, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও আইসিজেডএমপি প্রকল্পের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ভৈরবের পানি

যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া-ফুলতলা পয়েন্টে ভৈরব নদীর পানি নষ্ট হয়ে মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মরে ভেসে উঠছে। নদী-তীরবর্তী এলাকার লোকজন এর পানি ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের মতো এবারও ভৈরব-তীরের ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক বর্জ্যের সঙ্গে পাট জাগ দেওয়া পানি খাল ও বিল থেকে সরাসরি নদীতে এসে পড়ছে।

- প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০০৪

জাহাজ ভাঙা শিল্পে পরিবেশ দূষণ

আমদানি করা বিশালাকৃতির পরিত্যক্ত তেলের ভাসমান প্লাটফর্ম ভাঙার সময় ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে দুর্ঘটনায় পশুপাখির মৃত্যু ও গাছপালা পুড়ে যাওয়ার ঘটনা সবাইকে বিচলিত করেছে। দুর্ঘটনা এলাকার মানুষ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। জাহাজ কাটার আগে নিয়ম অনুযায়ী এর ভেতরের বিষাক্ত ও ক্ষতিকর বর্জ্য মুক্ত করে নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা বিপদমুক্ত না করেই জাহাজ ভাঙ্গে।

- প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৩

হারাতে বসেছে প্রবালদ্বীপের সৌন্দর্য

প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন এখন দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় স্থান। এক বছরে এই দ্বীপে পর্যটকদের ভীড় লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। সরকারি উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাব, পর্যটকদের অসচেতনতা এবং সর্বোপরি স্থানীয় হাজারো সমস্যায় দ্বীপের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সে সঙ্গে ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

- যুগান্তর, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩

হালদা নদীতে মাছের আকাল

স্থানীয় প্রজাতির রুই, কাতলা ও মৃগেল এ বছর হালদা নদীতে ডিম ছাড়েনি। ফলে মাছের এই প্রজাতিগুলো এই এলাকা থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। পাইকারীভাবে ডিমওয়ালা মাছ ধরা এবং পানি দূষণের কারণে এসব হচ্ছে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের দাবী, হালদা নদীকে মাছের অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হোক এবং এর দুই তীরে বর্জ্য শোধনাগার ছাড়া শিল্প স্থাপন বন্ধ করা হোক।

- ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০০৪

উপকূল অঞ্চলের উপর ইউপিএল-এর প্রকাশনা

উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত সম্বলিত একটি বই জুলাই ২০০৪-এ UPL কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বইটির শিরোনাম হেয়ার ল্যান্ড মীটস দি সী- এ প্রোফাইল অব দি কোস্টাল জোন অব বাংলাদেশ। উলেখ করা যেতে পারে পিডিও এবং ওয়ারপোর একটি বিশেষজ্ঞ দল গত দুই বছরে অজস্র রেফারেন্স ঘেঁটে এবং আলোচনার মাধ্যমে এর পান্ডুলিপি তৈরী করেন। আন্ত:মন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়। উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা পেতে বইটি সাহায্য করবে। ইতোমধ্যে বইটি নীতিনির্ধারক মহলে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে

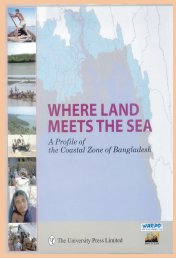

সিরিজ প্রকাশনা

'লিভিং ইন দা কোস্ট' সিরিজ প্রকাশনার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রবলেমস, অপর্চ্যুনিটিজ এ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস' শিরোনামে জুন ২০০৪-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

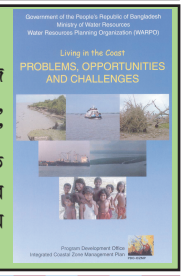

আপনাদের চিঠি পেলাম

তটরেখা পেলাম

"তটরেখা"র পেয়ে এক শ্বাসে সবই পড়ে ফেলি, সব বিভাগের বিষয়গুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ ধরণের লেখা সময়োপযোগী। তাই এক কপি তটরেখা নিম্ন ঠিকানায় পাঠালে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। সঙ্গে "লিভিং ইন দা কোস্ট, পিপল এ্যান্ড লাইভলিহুড" বইটি পাঠাবেন দয়া করে।

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ নূরুল ইসলাম এ্যাডভোকেট
নির্বাহী পরিচালক
ভিডিএস, পাথরঘাটা

ছবি পাঠাতে চাই

আমি একজন ফটো সাংবাদিক হিসাবে অনেক এলাকায় যাওয়ার, অনেক কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ জানাই 'তটরেখা' কর্তৃপক্ষকে কারণ তারা উপকূলের মানুষকে নিয়ে ভাবছেন। সত্যিই 'তটরেখা' নামের সঙ্গে তটরেখার কাজের মিল পেয়েছি। আমি চাচ্ছি মাঝে মাঝে আমার তোলা উপকূলের কিছু ছবি 'তটরেখায়' পাঠাতে।

মোঃ আরিফুর রহমান, ফটো সাংবাদিক
প্রযত্নে - মোঃ মোখলেসুর রহমান
হাই স্কুল সড়ক
বরগুনা।

Living in the Coast নিয়মিত পেতে চাই

Living in the Coast সিরিজটি অনেকদিন যাবৎ উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়:নিস্কাশন কার্যক্রমসহ বিভিন্নপ্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য দিয়ে আসছে।

আপনাদের প্রকাশিত তটরেখা নিয়মিত পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। আশা করি উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আপনাদের সহযোগিতা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে।

গাজী মতিয়ার রহমান
নির্বাহী পরিচালক
খলিফা ফাউন্ডেশন, আমতলী, বরগুনা

তথ্য জানার অধিকার

তটরেখা'র ১০ম সংখ্যা সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত ও নানা রকম প্রয়োজনীয় তথ্যে ভরা এ ধরনের একটি বুলেটিন প্রকাশ করার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি বর্তমান মান বজায় রেখে ভবিষ্যতে তটরেখা'র কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মতো নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

বাংলাদেশে প্রচুর প্রকল্প আগে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বর্তমানেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু আপনারা তটরেখা'র মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার যেভাবে নিশ্চিত করেছেন তা আমি অন্য প্রকল্পে দেখি নাই।

আশা করছি আপনাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার জনজীবনে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

এ এইচ এম বজলুর রহমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক
ফর রেডিও এ্যান্ড কমিউনিকেশন

আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে, সমৃদ্ধ করেছে তটরেখাকে। ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা থাকবে বলে আশা করি।
---সম্পাদক

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

Living In the Coast : Problems, Opportunities & Challenges	June 2004
WHERE LAND MEETS THE SEA A Profile of the Coastal Zone of Bangladesh	July 2004
WP030 Areas with special status in the coastal zone	July 2004

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা ওয়েব সাইটে সংযোজিত আছে। সাইটের ঠিকানা: www.iczmpbangladesh.org

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকান্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে -

১। উপকূল অঞ্চলের জন্য র্কমকৌশল প্রণয়ন
২। উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
৩। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪। উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৫। অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ
৬। সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

পাঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য পরবর্তী বুলেটিনের জন্য পাঠানোর আহ্বান রইল।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা)
বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১
ঢাকা - ১২১২
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা ডাকটিকেট